Revised edition, 2019

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

Khadija : The First Muslim and the Wife of the Prophet Muhammad ﷺ
এর অনুবাদ

খাদিজা রা.

প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী
মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিবি

রাশীদ হাইলামায

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আদম আলী

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর
মুহাদ্দিস, টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, টঙ্গী, গাজীপুর

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

খাদিজা রা. প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর বিবি
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, গ্রাউন্ড ফ্লোর
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৫-২০১৯ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্র্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় প্রকাশ : সফর ১৪৪১ / অক্টোবর ২০১৯
প্রথম সংস্করণ ও দ্বিতীয় প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ / ডিসেম্বর ২০১৭
প্রথম প্রকাশ : জমাদিউস সানি ১৪৩৬ হিজরী / এপ্রিল ২০১৫ ঈসায়ী
প্রচ্ছদ : সাইদুর রহমান
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মাদ হাবীব, আব্দুল কাদের

ISBN : 978-984-91176-0-5

মূল্য : ৳৩০০.০০ (হার্ডকভার); **৳২৪০.০০** (পেপারব্যাক)

USD 12.00

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com; www.kitabghor.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

রাশীদ হাইলামায। তুরস্কের মানুষ। আমি তার নাম কখনো শুনিনি। নাম শোনার পর তাকে জানার চেষ্টা করলাম। বেশি কিছু জানতে পারিনি। তার্কিস লেখা পড়তে পারি না। অনেক আগে এ ভাষার উপর ছয় মাসের একটা বেসিক কোর্স করেছিলাম। ছয় মাসও লাগেনি সেগুলো ভুলে যেতে। তবে মানুষটি এখনো বেঁচে আছেন। তুরস্কের মুসলমানদের কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয়। একজন ইসলামী গবেষক এবং সীরাত লেখক হিসেবে তার সুনাম এখন সারা বিশ্বে। তার লেখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী (*Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz*) তুরস্কে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া বইগুলোর একটি। তার এরকম আরো অনেক কিতাব রয়েছে। সবগুলো কিতাবই তার্কিস ভাষায় লেখা। আমেরিকার নিউজার্সি থেকে *তুগরা বুকস* তার অনেকগুলো বই ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। বইগুলোর মধ্যে *Khadija : The First Muslim and the Wife of the Prophet Muhammad* ﷺ অন্যতম।[১] বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এ

[১] তার্কিস ভাষায় মূল কিতাবের নাম *Hazreti Hatice Kadınlık Aleminin Sultanı*; বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন হুলইয়া চোশার (Hülya Coşar)।

কিতাবেরই বাংলা অনুবাদ; *খাদিজা রা. : প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর বিবি*। এ অনুবাদে মূল লেখকেরই সত্যানুসন্ধানে তার প্রবল আগ্রহ ও নিষ্ঠা, কুরআন ও হাদীসের উপর বিশেষ প্রজ্ঞা, শৈল্পিক অভিব্যক্তি এবং সর্বোপরি ইসলামের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ফুটে উঠেছে।

আমি আলেম নই। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে এদেশের অন্যতম দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সোহবতে থাকার তাওফীক দিয়েছেন। একদিন বাদ ফজর প্রফেসর হযরতের উত্তরা মাদরাসায় নিয়মিত মজলিসে এ কিতাবটি (ইংরেজি সংস্করণ) সম্পর্কে জানার সৌভাগ্য হয়। পরবর্তীতে কিতাবটির তথ্য ও ভাষাশৈলীতে আকৃষ্ট হয়ে এর বাংলা অনুবাদ শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ, খুব কম সময়ের মধ্যেই এর অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছে। প্রফেসর হযরতকে এ অনুবাদের একটা কপি দেখিয়েছি। তিনি তা দেখে খুব খুশি হয়েছেন এবং দুআ করেছেন। হযরতের এ দুআর উসিলায় আমি আশা করি, আল্লাহ তাআলা এ কিতাবকে কবুল করবেন এবং আমার জন্য আখেরাতে নাযাতের উসিলা বানিয়ে দিবেন।

ইসলামের ইতিহাসে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা সর্বপ্রথম মুসলমান। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম বিবি। এজন্য নামকরণই কিতাবটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য যথেষ্ট। তবে যারা কেবল তার নাম শুনেছেন, খুব বেশি জানার সুযোগ পাননি, এ কিতাব তাদের মেধা ও মননে ইসলামের সৌন্দর্য ও ত্যাগের মহিমা নতুন করে উদ্ভাসিত করবে। বর্তমান সমাজে বেশিরভাগ মুসলিম পরিবারই সীমাহীন

সমস্যায় র্জজরিত। এ সমস্যা যত না আর্থিক, তার চেয়ে অনেক বেশি মানসিক। দুনিয়ার ধোঁকায় প্রতারিত হয়ে আমরা বস্তুবাদীতে বিশ্বাসী হয়ে উঠছি। এর পরিণতিতে ভালোবাসার বন্ধন ধরে রাখা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

এ জটিল পরিস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের সঠিক অনুসরণ ছাড়া মুক্তির বিকল্প কোনো পথ নেই। এ সুন্নাতকে যারা পরম বিশ্বাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ-অনুকরণ করে পথের দিশারী হয়ে আছেন, সে সকল মহান সাহাবীদের জীবনীও একইভাবে আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক। এ বোধ থেকেই খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মতো মহিয়সী নারীর জীবনী প্রতিটি মুসলমান নারীকে যেমন আত্মস্থ করা প্রয়োজন, তেমনি প্রতিটি পুরুষেরও জানা উচিৎ। সর্বোপরি তিনি মুসলিম-অমুসলিম সকল নর-নারীর জন্যই ছিলেন একজন পরিপূর্ণ আদর্শ এবং অনুসরণীয়। কিতাবটি সেভাবেই রচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ কিতাবের প্রতিটি অংশই হাদীস এবং সীরাতের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে। মূল বইয়ের অনুকরণে এ সকল কিতাবের তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। তথ্যসমৃদ্ধ এ কিতাবটি বাংলা ইসলামী সাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন। মা খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈমানদীপ্ত জীবন গড়ার তাওফীক নসীব করুন।

অনেকেই এই কিতাবটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। মাওলানা এহসানুল কবীর নাঈম সাহেব, মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার শামসুস সলেহীন সাহেব

এবং তৈয়বুর রহমান সাহেবসহ আরো অনেকে এ কিতাবের প্রুফ সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা বইটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

মুহাম্মাদ আদম আলী
অনুবাদক ও প্রকাশক
মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা

১৫ এপ্রিল ২০১৫ ঈসায়ী

সূচিপত্র

পূর্বকথা	১১
ভূমিকা	১৩
সম্ভ্রান্ত পরিবার	১৫
পবিত্র ঘরের বোন	২৪
সুসংবাদ	২৬
তাহিরার সন্তান	৩০
ঐশী নির্দেশনা	৩৩
আরেকটু নিকটে	৩৮
দামেস্কে সফর	৪২
বিয়ে	৪৯
পরিবার-পরিজন	৫৮
শান্তির ঘড়	৬১
সন্তান-সন্ততি	৬৩
ওহীর পূর্ব ইশারা	৬৮
ফেরেশতার আগমন	৭১
প্রথম ওহী	৭৫
প্রথম মুসলমান	৮১
অম্লান স্মৃতি	৮৯
ফেরেশতার সঙ্গে সাক্ষাৎ	৯২
রাসূলকে প্রতি পদক্ষেপে অনুসরণ	৯৬
প্রথম সৈনিক	৯৮
বয়কট	১০১
বিদায়	১১০

অবিস্মরণীয় স্মৃতি	১১৫
যয়নাব রা. এবং তার স্বামী	১১৭
আমৃত্যু আনুগত্য	১৩২
উপসংহার	১৩৫
এক নজরে খাদিজা রা.-এর জীবনী	১৩৭
খাদিজা রা.-এর বংশক্রম	১৪০
তথ্যপঞ্জি	১৪১

পূর্বকথা

যারা মডেল, মানুষ সাধারণত তাদেরকেই অনুসরণ করতে চায় এবং তাদের মতোই জীবনযাপন করতে চায়। এই মডেল যদি সত্যিকার অর্থেই আদর্শবান হয়, তাহলে যারা তাকে অনুসরণ করে জীবনযাপন করে, তারাও সত্যি সত্যিই আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। আর যদি মডেলের মধ্যে আদর্শের কিছু না থাকে, তাহলে তাকে অনুসরণ করে অন্যরা পথভ্রষ্ট হয়। এজন্য পবিত্র কুরআন মাজীদে নবী-রাসূলদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যাতে মানুষ তাদের জীবন থেকে একজন সত্যনিষ্ঠ মুসলমানের স্বরূপ বুঝতে পারে। এ কারণেই সারা বিশ্বের মানুষের জন্য কুরআন মাজীদে বারবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকে আদর্শ মডেল হিসেবে বিবৃত করা হয়েছে।

বর্তমানে তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা মানুষের জন্য সুখী এবং সন্তোষজনক কোনো পথ প্রদর্শন করতে পারেনি। এজন্য একটা সুখী এবং উন্নত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এমন আদর্শ মানুষদের কোনো বিকল্প নেই। যে জাতি তাদের মধ্যে এরকম আদর্শ মানুষ তৈরি করতে পেরেছে, তারাই উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। বর্তমানে যে আদর্শ প্রয়োজন, তা এমন

কাউকে অনুসরণ করেই অর্জন করতে হবে যারা তাদের পারিপার্শ্বিক জগতে তারার মতো আলো ছড়িয়েছেন। পৌনঃপুনিক উৎকর্ষতায় পৌঁছার জন্য একজন পুরুষ অথবা মহিলাকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এগুতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার বিশিষ্ট সাহাবীগণ যারা সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাদের জীবনাদর্শেই মানুষের সমসাময়িক সব সমস্যা সমাধানের জন্য অফুরন্ত উপায়-উপকরণ রয়েছে।

এ উপলব্ধি থেকেই আমি আপনাদের সামনে এমন এক মহীয়সী নারীর জীবনী উপস্থাপন করছি যিনি ইসলামের একজন একনিষ্ঠ কর্মী, পরম আদর্শ, অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, প্রথমের প্রথম এবং সব মহিলাদের সর্দার। তিনি হচ্ছেন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা।

আল্লাহ তাআলা এ কিতাবকে সবার জন্য উপকারী বানিয়ে দেন। আমীন।

ভূমিকা

ইসলামের সূচনালগ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব সাহাবীদেরকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন, বর্তমানে তাদের অনুকরণীয় জীবনাদর্শ জানা খুব বেশি প্রয়োজন। আধুনিক অনেক জটিল সমস্যা যেগুলোর বাহ্যিক কোনো সমাধান জানা নেই, সেগুলো হয়তো সেখানে লুকিয়ে আছে। তারা সামাজিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সব মৌলিক নীতি সম্পর্কে জানতেন। তারা কেবল তা জানতেনই না, বরং কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তা বাস্তবায়ন করে এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যা তাদের সমসাময়িক তো বটেই, পরবর্তীতে যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে, সবার জন্যই অনুকরণীয়-অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

এসব মহান ব্যক্তিবর্গের গুরুত্বপূর্ণ জীবন ইতিহাসের আলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করা যায়। আমি এখানে তাদের সময়ের শিক্ষাকে আমাদের জীবনে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়, সেদিকেই সুনির্দিষ্টভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি যাতে সবাই অধিক উপকৃত হতে পারেন; এটা যেন কোনোভাবেই অতীতের সাধারণ কোনো স্মৃতিচারণ না

হয়। এ দুরূহ কাজ করার জন্য আমি কোনো কল্পনার আশ্রয় নেইনি। বরং আমি মা খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে সাহাবীদের মধ্যে কিছু কথোপকথনকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জটিলতা এড়িয়ে এসব উক্তির নির্ভরযোগ্য সূত্র উল্লেখ করে বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য বিষয়টি বিশেষজ্ঞদের উপর ন্যাস্ত করেছি। কাউকে জটিলতায় ফেলা এ কিতাবের উদ্দেশ্যও নয়।

ইসলামের ইতিহাসে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা একজন প্রাণবন্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। তিনি বিস্ময়কর এক জীবন অতিবাহিত করেছেন যা সকল পুরুষ ও মহিলাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনে যারা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে চান, তাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা একজন আদর্শ মডেল। যারা মৃত্যুর পরও যুগের পর যুগ মানুষের অন্তরে বেঁচে থাকতে আগ্রহী, তিনি তাদের জন্য সম্ভাব্য পথ দেখিয়ে গেছেন। বয়সের কারণে দৈহিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তিনি মহিলা হিসেবে এমন সব গৌরবময় প্রাপ্তিতে মহিমান্বিত ছিলেন যা সকল যুগের সব মহিলাদের জন্যও এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

তাই আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে আমি পাঠকদেরকে তার জীবনের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য আহবান করছি।

সম্ভ্রান্ত পরিবার

> আপনি ভয় পাবেন না। আল্লাহর কসম, কখনোই নয়; আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হেরা গুহা থেকে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন, তখন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে এ কথাগুলো বলেছিলেন।[২] মক্কার প্রান্ত সীমায় জাবালে নূরের চূড়ায় অবস্থিত এ হেরা গুহায়ই তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে প্রথম ওহী পেয়েছিলেন। ওহীর বার্তাবাহক জিবরাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাতের ভিন্ন এক অভিজ্ঞতার পর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সান্ত্বনার জন্য তিনি তার প্রিয় স্ত্রীর কাছে ছুটে এসেছিলেন।

কে ছিলেন এই খাদিজা, যে কিনা এরকম অদ্ভুত সংবাদ পাওয়ার পর নিঃসংকোচে এত দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপর্যস্ত অবস্থায় যখন তাকে বিশ্বাস করে ওহীর সংবাদ দিলেন, তখন

[২] বুখারী, সহীহ, নং ৩

কিভাবে তিনি তাকে তার অতীত কর্মকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শক্তি ও সাহস যুগিয়ে বলেছেন, এটা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে, কোনো অশুভ শক্তি থেকে নয়? পরবর্তীতে পরামর্শের জন্য বিজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গিয়েছেন যেন তিনি তার মন্তব্যের পক্ষে আরো যুক্তিসংগত সমর্থন পান। সদুপদেশ দেয়ার এই সাহস ও দৃঢ়তা কোথা থেকে তিনি পেলেন এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তিনি কি এমন যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন?

মহীয়সী খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়েমেনের আবিসিনিয়ান শাসক আবরাহা এবং তার সৈন্যদল কাবা আক্রমণ করার পনের বছর আগে। ইতিহাসে এটা হস্তিবাহিনীর ঘটনা হিসেবে বিখ্যাত। সাধারণত মক্কার লোকেরা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগে-পরের বিভিন্ন ঘটনার দিনকালের হিসেব রাখত।[৩] তার বাবা ছিলেন খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ এবং মা ছিলেন ফাতিমা বিনতে যাইদা।

খুওয়াইলিদ কুরাইশ বংশের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মক্কাবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে তিনি মক্কার প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। একবার ইয়েমেনের এক অঙ্গ রাজ্যের সাথে মক্কার যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয়। তখন আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে আলোচনার জন্য তিনি ঐ প্রতিনিধিদলের সাথে গিয়েছিলেন।

[৩] কাবা ঘর আক্রমণকারীদের সাথে হাতি ছিল। এজন্য যে বছর এ ঘটনা সংঘটিত হয়, সে বছরকে 'হাতির বছর' বলা হয়। সে বছর ছিল ৫৭১ খ্রীস্টাব্দ এবং ঐ বছরই রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্ম হয়।